প্রথম আলো 26

AUG. 2 1999

পৃঃ ৬ কলাম

৬ সম্পাদকীয়

প্রথম আলো

সোমবার, ২ আগস্ট ১৯৯৯, ১৮ শ্রাবণ ১৪০৬

ক্যাডারদের দখলে ক্যাম্পাস

অভিযুক্ত ধর্ষণকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে

ছাত্রলীগের একদল সশস্ত্র ক্যাডার যেভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি হল দখল করে নিয়েছে তাতে মনে হয় দেশে আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, নীতি-নৈতিকতা বলে কোনো কিছু আর অবশিষ্ট নেই। না হলে এসব সন্ত্রাসী, যাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগে বিচার ও শাস্তি হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে—তারা কীভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হল দখল করে?

যদি বলা হয় এটা লজ্জাজনক ব্যাপার তাহলে আসলে কিছুই বলা হবে না। যদি বলা হয় এটা মধ্যযুগীয় ব্যাপার তাহলেও বোধহয় সেই ভয়াবহ চিত্রের পুরোটা তুলে ধরা হবে না। এই সন্ত্রাসীদের কীর্তিকলাপ এমনই জঘন্য ও ভয়াবহ। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ধর্ষণ করেছে—ধর্ষণকারীদের নেতা শততম ধর্ষণ পূর্তি উৎসবও করেছে। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এ রকম চলতে পারে তা অকল্পনীয়।

সঙ্গতভাবেই আমরা প্রশ্ন করতে পারি—এই অভিযুক্ত ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে সরকার ও কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নিয়েছে? দেশে নারী নির্যাতনবিরোধী আইন আছে। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণকারীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধানও রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি এই ধর্ষণকারীদের যথাযথ আইনের হাতে সোপর্দ করেছিল? না। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তদের শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে, তথা নৈতিকতাবিরোধী তৎপরতার দায়ে বিচার করে সাদামাটা এক শাস্তি দেয়া হয়, বহিষ্কার করা হয়। এটা কোন বিচার?

ফলে সেই ধর্ষণকারীরা দেখেছে ধর্ষণ করলেও কিছু হয় না। আজ তারা ছাত্রলীগের পূর্ব পরিচয় আবার ধারণ করে হল দখল করেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস-ধর্ষণের রাজত্ব পুনঃপ্রবর্তন করতে চায়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত যে ক্যাম্পাসে ধর্ষণকারীদের অবস্থান কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এর জন্য কোনো সিন্ডিকেট মিটিঙেরও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এটা অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার যে সিন্ডিকেট মিটিংও ধর্ষণকারীদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়নের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। সিন্ডিকেট শুধু উদ্বেগ প্রকাশ করে 'বহিরাগত'দের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়েছে বলে পত্রিকার খবরে জানা গেছে।

এখানে দুটি প্রশ্ন। ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা রক্ষার যে ক্ষমতা সবসময় কর্তৃপক্ষের রয়েছে সেই ক্ষমতা বৈঠক করে আবার কর্তৃপক্ষকে দেয়ার হাস্যকর সিদ্ধান্ত নেয়ায় অর্থ কী? দ্বিতীয়ত, যেখানে সবাই বলছে হল দখলকারীরা সন্ত্রাসী, ধর্ষণকারী, সেখানে বলা হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অভিধানে 'ধর্ষণকারী' বলে কিছু নেই—তার অর্থ কী?

এসবের অর্থ একটাই। সেটা হলো ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের প্রতি নানাভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নমনীয়তা, আনুকূল্য প্রকাশ করা।

সন্ত্রাসী, ধর্ষণকারীদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই নমনীয়তা ও পরোক্ষ আনুকূল্য প্রত্যাহার করা হবে কিনা তার ওপর বস্তুত নির্ভর করে ক্যাম্পাসে ধর্ষণের ও ক্যাডারবাজির অবসান ঘটানো যাবে কিনা। সন্ত্রাসীদের প্রতি কঠোর না হয়ে তাদের দমন করার ভিন্ন কোনো অলৌকিক উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের না জানার কথা নয়।

যেহেতু ধর্ষণকারীরা ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়েও আবার ছাত্রলীগের নামেই হল দখল করেছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া ছাত্রলীগ এবং সেই সূত্রে সরকারি দল ও সরকারের একান্ত দায়িত্ব। আর সরকার যদি শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলেই ধর্ষণকারীদের পক্ষে ক্যাম্পাসে আর এক মুহূর্ত থাকাও সম্ভব নয়। রাজনীতির এই সরল সমীকরণটির সমাধানে সরকার আর বৃথা সময় নষ্ট করবে না বলেই আমরা বিশ্বাস করতে চাই।